পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

# আহমদী

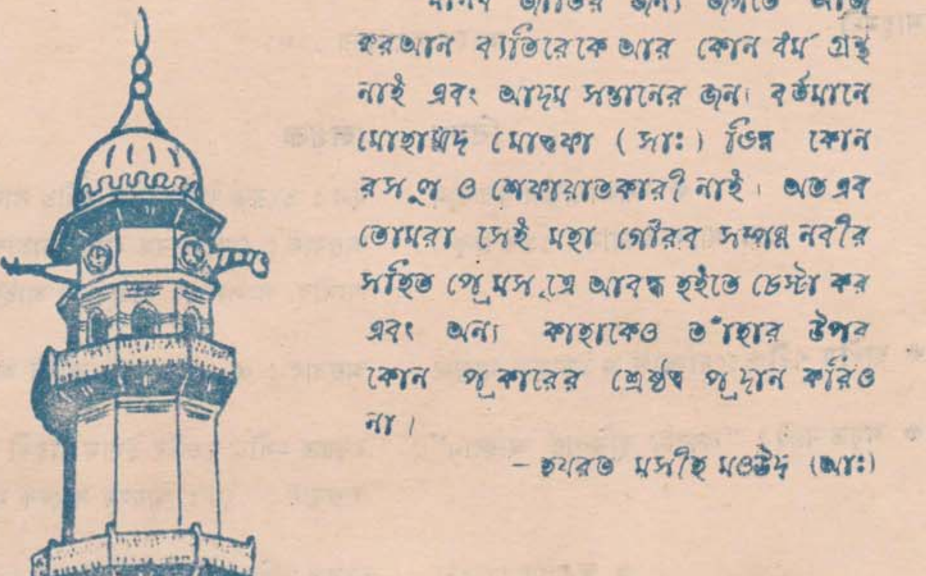

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

— হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫ বর্ষ ॥ ১২শ সংখ্যা

---

১৪ই কার্তিক ১৩৮৮ বাংলা ॥ ৩১শে অক্টোবর ১৯৮১ ইং ॥ ৩রা মহররম ১৪০২ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্মদী
৩১শে অক্টোবর ১৯৮১
৩৫শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

| বিষয় | লেখক | |
|---|---|---|
| * তরজামাতুল কুরআন<br>সূরা আলে ইমরান ( ১২শ রুকু ) | মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)<br>অনুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মাদ<br>আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া | ১ |
| * হাদীস শরীফ : দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ | অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার | ৩ |
| * অমৃত বাণী : "অকাট্য যুক্তিপূর্ণ আহ্বান" | হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)<br>অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ৫ |
| * জুমুআর খোৎবা | হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)<br>অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ৭ |
| * জুমার খোৎবা | হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)<br>অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ১০ |
| হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী—৫ | মূল : হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রঃ)<br>অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান | ১৪ |
| * সংবাদ | | ১৬ |

---

আহ্মদীয়াতের রুহানী ও দায়েমী মরকজ কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বদর' ( উর্দু ) পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হউন।

পাক্ষিক 'আহ্মদী নিজে পড়ুন ও অপরকে পড়তে দিন এবং বকেয়া চাঁদা সত্বর পরিশোধ করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ۔ وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আহমদী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

১৪ই কার্তিক, ১৩৮৮ বাংলা : ৩১শে অক্টোবর ১৯৮১ ইং : ৩১শে ইখা, ১৩৬০ হিঃ শামসী

## সুরা আলে ইমরান

[ মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২০১ আয়াত ও ২০ রুকু আছে। ]

( পূর্ব প্রকাশিতের পর—৯ )

### ৪র্থ পারা

### ১২ রুকু

১১১। তোমরাই ( সর্ব ) শ্রেষ্ঠ জামাআত ( যাহাদিগকে ) মানবজাতির ( কল্যাণের ) জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ করিতে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখ এবং যদি আহলে-কিতাবও ঈমান আনিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের জন্য ভাল হইত ; তাহাদের মধ্যে কতক মোমেনও আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই নাফরমান।

১১২। তাহারা সাধারণ কষ্ট ব্যতীত তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, এবং যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তবে তাহারা তোমাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে ; এবং তাহাদিগকে কোন্ প্রকার সাহায্য করা হইবে না।

১১৩। যেথানেই তাহাদিগকে পাওয়া যাউক তাহাদিগকে লাঞ্ছনা করা হইয়াছে ইহা ব্যতিরেকে যে তাহারা আল্লাহ্‌র কোন চুক্তি অথবা মানবজাতির কোন চুক্তির শরণাপন্ন হয় ( তাহারা এই লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা পাইবে না ) তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন হইয়াছে এবং অধঃপতন তাহাদের সহিত নিরবচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিত এবং নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিতে চাহিত; তাহাদের এই অবস্থা এই কারণে ( ঘটিয়াছিল ) যে তাহারা নাফরমানি করিয়াছিল এবং সীমা লঙ্ঘন করিত।

১১৪। তাহারা সকলে সমান নহে, আহলে কিতাবেরই মধ্যে এমন এক জমাআতও আছে যাহারা ( তাহাদের অঙ্গিকারে ) কায়েম আছে, তাহারা রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ পাঠ করে এবং সেজদাও করিয়া থাকে।

১১৫। তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে এবং সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং

মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করে এবং তাহারা সৎকর্মে একে অপরের আগে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করে। বস্তুতঃ ইহারাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

১১৬। এবং তাহারা যে কোন সৎকর্মই করুক উহার কখনও বেকদরী করা হইবে না এবং আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালভাবে জানেন।

১১৭। নিশ্চয় যাহারা কুফর করিয়াছে তাহাদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র (আযাব) হইতে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহারা অগ্নির অধিবাসী হইবে এবং সেখানেই তাহারা বাস করিবে।

১১৮। তাহারা এই পার্থিব জীবনের জন্য যাহা কিছু খরচ করে তাহার দৃষ্টান্ত হিম শীতল বায়ুর ন্যায় যাহা এমন এক জাতির শস্য-ক্ষেতের উপর দিয়া বহিয়া যায়, যাহারা নিজেদের জানের উপর যুলুম করিয়াছে, অতঃপর তাহা উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয়; এবং আল্লাহ্ তাহাদের উপর কোন যুলুম করেন নাই বরং তাহারাই নিজেদের জানের উপর যুলুম করিয়াছে।

১১৯। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের লোকদিগকে ছাড়িয়া (অন্যদেরকে) অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে কোন ক্রটি করিবে (এবং) তাহারা তোমাদের দুঃখে পড়াকে পছন্দ করে; তাহাদের মুখ হইতে বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের বক্ষ গোপন করিতেছে তাহা আরও গুরুতর, যদি তোমরা বুদ্ধি দিয়া কাজ কর তাহা হইলে আমরা তোমাদের জন্য আমাদের আয়াত সমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

১২০। শুন! তোমরা সেই সকল লোক যাহারা তাহাদিগকে ভালবাস কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না এবং তোমরা সকল কিতাবের উপর ঈমান রাখ; এবং যখন তাহারা তোমাদের সহিত মিলিত হয় তখন বলে যে 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এবং যখন তাহারা পৃথক হয় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে তাহারা তাহাদের আঙ্গুলি সমূহের অগ্রভাগ দংশন করিতে থাকে; (তাহাদিগকে) তুমি বল, তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরিয়া যাও, তোমাদের বক্ষে যাহা (নিহিত) আছে নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা ভালভাবে জানেন।

১২১। যদি তোমাদের কোন মঙ্গল অর্জন হয় তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য দুঃখদায়ক হয়, এবং যদি তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য আনন্দদায়ক; তোমরা যদি সবুর কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে তাহাদের (বিরুদ্ধ) চাল তোমাদের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবেন। (ক্রমশঃ)

["তফসীরে সগীর" হইতে পবিত্র কুরআনের তরজমার বঙ্গানুবাদ]

# হাদিস শরীফ

## দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর — ৪ )

৫৪৮। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "কিয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্বে 'আমাক ও বাদারেকে' রোমক, অর্থাৎ খ্রীষ্টান ফৌজ নামিবে। মদিনা হইতে এক বাহিনী তাহাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য যাইবে। এই বাহিনী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোকগণ লইয়া গঠিত হইবে। সংগ্রাম শুরু হইলে রোমক জাতিরা বলিবে : 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড় এবং তাহাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইবার দাও, যাহারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে'। কিন্তু মুসলমানগণ বলিবে : 'আমরা আমাদের ভাইদিগকে তোমাদের সপোর্দ করিব না।' যখন মুসলমানগণের তৃতীয়াংশ বাহিনী পলায়ন করিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ লোকদের 'তাউবা' কবুল করিবেন না। এই বাহিনীর অন্য এক তৃতীয়াংশ শহীদ হইবে। ইহারা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট শহীদরূপে গণ্য হইবে। অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বিজয় লাভ করিবে। তাহারা আবার কখনও পরীক্ষায় নিপতিত হইবে না। এই বাহিনী কন্সটন্টিনোপল জয় করিবে। যখন এই বাহিনী এই বিজয় লব্ধ ধন বন্টনে ব্যাপৃত থাকিবে, এবং তাহাদের তরবারি যৈতুন বৃক্ষে ঝুলিতে থাকিবে, এমন সময় এই বলিয়া এক চীৎকার শোনা যাইবে যে, 'মসীহুদ-দাজ্জাল' তোমাদের পিছনের এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে। যখন তাহারা সেখান হইতে বাহিরে যাইবে, তখন জানা যাইবে যে, সংবাদটি মিথ্যা। কিন্তু সিরিয়ায় পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে দাজ্জালের অভ্যুদয় সত্য বলিয়া পরিদৃষ্ট হইবে। মুসলমানগণও প্রতিরোধের জন্য উপস্থিত হইবে। যখন তাহারা পংক্তি ঠিক করিতে থাকিবে এবং নামাযের জন্য 'ইকামত' হইতে থাকিবে, এমন সময় মসীহ মওউদ ( আঃ ) অবতীর্ণ হইবেন। তিনি মুসলমানগণের ইমামত করিবেন। যখন দাজ্জালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন তখন এমনি দ্রবীভূত হইয়া পড়িবে, যেমন পানিতে লবণ গলিয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালা মসীহ মওউদের হাতে দাজ্জালকে ধ্বংস করিবেন এবং লোকগণকে দাজ্জালের রক্ত তাহার খঞ্জরে প্রদর্শন করিবেন।" এই সমগ্র ঘটনা ব্যাখ্যাপেক্ষোযোগী দিব্য দর্শন, কাশফী নায্‌যারাহ মাত্র। ( 'মুসলিম ; ২:৩৯১ পৃঃ ]

৫৫০। হযরত মুসা বিন আলী তাঁহার পিতা হইতে রিওয়াইত করেন যে, মুস্তাউরাদ কুরাইশী হযরত আমর বিন আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্মুখে রিওয়াইত করিলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই বলিতে শোনিয়াছেন যে যখন কিয়ামত কায়েম হইবে, তখন পৃথিবীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিবে রোমকগণ তথা খ্রীষ্টানরা। তাহারা বিজয় লাভ করিবে। ইহাতে হযরত আমর ( রাযিঃ ) মুস্তাউরাদকে বলিলেন,

'তুমি কি বলিতেছ, ভালমত বুঝিয়া শোনিয়া লও।' ইহাতে মুস্তাউরাদ বলিলেন : 'আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট স্বয়ং শোনিয়াছি।...এই খৃষ্টানদের চারিটি বৈশিষ্ট্য থাকিবে। ফিৎনা-ফ্যাসাদের সময় তাহারা মানুষের প্রতি অধিক গাম্ভীর্য ও বুদ্ধির পরিচয় দিবে : অতি সত্বর তাহাদের ক্ষতি-বরবাদির সংশোধন করিবে এবং ক্ষতি পূরণের যোগ্যতা রাখিবে। পরাজয়ের পর ক্ষিপ্র গতিতে পুনরাক্রমণের চেষ্টা করিবে। তাহাদের নেতা এতিম, মিসকিন ও দুর্বলগণের প্রতি তাহাদিগকে স্বধর্মে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করিবে। বাহ্যতঃ, তাহাদের পঞ্চম বিশেষত্ব এই থাকিবে যে, ব্যক্তির স্বৈর শাসনের জুলুম হইতে জনসাধারণকে নিরাপদ রাখার দাবী করিবে।" [ 'মুসলিম 'কিতাবুল ফেতান : বাবু তাকুমুস সায়াতু ওয়ারে'মু আকসারুন-নাফ ; ২:৩১৩ পৃঃ, মিশর সংস্করণ ]

৫৫১। হযরত আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "( তৎকালে ) ভাষণ দান ও বিচার কালে পরিধেয় তালিসা চাদর পরিহিত ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের সংগ দিবে।"
[ 'মুসলিম ; 'কিতাবুল ফেতান ; 'বাবু ফি বাকিয়াতুম মিন আহাদিদে-দাজ্জাল ; ২:৩৩৮ পৃঃ ]

৫৫২। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "কিয়ামত উপস্থিত হওয়ার প্রাক্কালে এক ভয়াবহ বিরাট যুদ্ধ ইহুদীগণের সঙ্গে মুসলমানগণের সংঘটিত হইবে। এই যুদ্ধে ইহুদী প্রস্তর বা বৃক্ষের আড়ালে আত্ম-গোপন করিবে। তখন সেই পাথর বা গাছ বলিবে : 'হে মুসলিম, এই আমার পিছনে ইহুদী লুকাইয়া রহিয়াছে। আইস এবং উহাকে বধ কর।' কিন্তু 'গরকদ' নামক বৃক্ষ এই আন্তরিকতা প্রদর্শন করিবে না। কারণ, উহা ইহুদীদের বিশেষ বৃক্ষ। এজন্য মুসলমানদের প্রতি উহার সহানুভূতি আশা করা যায় না।' ( 'মুসলিম ; 'কিতাবুল ফেতান, 'বাবু লা তাকুমুস সায়াতু হাত্তা ইয়ামুররাজুলু বেকাবারির'রাজোলে ; ৩২৩ পৃঃ )

৫৫৩। হযরত উম্মুল-মুমেনীন যাইনব বিনতে জাহ্‌শ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহা বলেন যে, একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন এবং ফরমাইলেন : আল্লাহ্‌তায়ালা ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। হায়, ধ্বংস আরবদের জন্য সেই অনিষ্ট ও অন্যায়ের ফলে, যাহা সন্নিকট। ইয়াজুজমাজুজের দেওয়ালের এতখানি ছিদ্র প্রশস্ত হইয়াছে।" তিনি ( সাঃ ) বুঝাইয়া বলার জন্য তাঁহার দুই অঙ্গুলি এবং উহাদের সংলগ্ন আঙ্গুলের এক বৃত্তচক্র তৈরী করিলেন। আমি নিবেদন করিলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসুল ( সাঃ ), আমরা কি ধ্বংস হইব, যখন আমাদের মধ্যে সাধু সজ্জনও আছেন?' তিনি ( সাঃ ) ফরমাইলেন : 'হ্যাঁ, ঐ অবস্থায়, যখন অন্যায়-অনাচার বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং তাহা সাধুতা ও সদাচারের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিবে।" ( বুখারী ; 'কিতাবুল-ফেতান : বাবু কাওলিন-নবীয় ( সাঃ আঃ ) ওয়াইলুন আরাবে মিন শার্‌রেন কাদিকতারাবা ; ২:১০৪৬ পৃঃ )

( ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

# হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বাণী

## "অকাট্য যুক্তিপূর্ণ আহ্বান"

"মসীহ মওউদ সংক্রান্ত দাবীর সহিত যদি এরূপ কিছু উপকরণ সংযুক্ত থাকিত যেগুলি ইসলামী শরীয়ত সম্মত আকায়েদের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে উহা এক ভয়ানক গুরুতর ব্যাপার হইত। কিন্তু দেখা উচিত আমি উক্ত দাবীর দ্বারা কোন্ ইসলামী সত্যের পরিবর্তন ঘটাইয়াছি ?! ইসলামের কোন্ কোন্ আহকামের বিন্দুমাত্রও কম বা বেশী করিয়াছি ?! হঁা, একটি ইসলামী ভবিষ্যদ্বাণীর সেই অর্থ করা হইয়াছে যাহা খোদাতায়ালা উহার (পূর্ণতার) যথোপযুক্ত সময়ে আমার নিকট খুলিয়া দিয়াছেন এবং কুরআন করীম সেই অর্থের যথার্থতা সমর্থণ করে এবং সহি হাদীসাবলীও উহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে। তারপর জানি না কেন অযথা এত হৈ-চৈ ?!

অবশ্য সত্যান্বেষী ব্যক্তি একটি প্রশ্নও উত্থাপন করিতে পারেন এবং তাহা এই যে মসীহ মওউদ সংক্রান্ত দাবী স্বীকার করিবার জন্ম সত্য নিরূপক কি কি নিদর্শনাবলী রহিয়াছে ? কেননা কোন দাবীকারকের সত্যতা নিরূপক নিদর্শনাবলী থাকিতে হইবে, বিশেষতঃ আজিকার যুগে, যাহা প্রবঞ্চনা, ধাপ্‌পাবাজি ও অসততায় ভরপুর এবং মিথ্যা ও ভ্রান্ত দাবীর বাজার উত্তপ্ত। হঁা, এ প্রশ্নের উত্তরে আমার এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সত্যান্বেষী ব্যক্তির জন্য আমার সত্যতা নিরূপক আলামত ও নিদর্শনস্বরূপ নিম্নরূপ বিষয়াবলী বিদ্যমান রহিয়াছে :—

(১) প্রথমতঃ, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা সকল যুগে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় রূপে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সর্বস্বীকৃতির মর্যাদায় উপনীত, যাহার মর্মবাণী এই যে, খোদাতায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন যে, প্রত্যেক (হিঃ) শতাব্দীর শিরোভাগে তিনি এরূপ প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন যিনি দ্বীনে-ইসলামকে পুনঃরায় সজীব ও সতেজ করিয়া তুলিবেন এবং উহার অন্তর্বর্তিকালীন পুঞ্জীভূত গ্লানি ও দুর্বলতা সমূহ দূরীভূত করিয়া পুনরায় উহার আসল শক্তিশালী অবস্থায় উহাকে উপনীত করিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর ফলশ্রুতিতে সততঃ জরুরী ছিল কোন ব্যক্তি এই হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনাতেও * খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে আবির্ভূত হইতেন এবং বর্তমানে বিদ্যমান গ্লানি সমূহের সংস্কারার্থে অগ্রদূতের ভূমিকা ও তৎপরতা প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং এই অধম যথাযথ সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া উক্ত কার্যে নিয়োজিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে শতশত আউলিয়া তাঁহাদের এলহাম (প্রত্যাদেশবাণী) যোগে সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন যে হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদই 'মসীহ মওউদ' হইবেন এবং সহি আহাদীসে-নববী (সাঃ) উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে, হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে পরেই

---

* অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ; এখন তো হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীরও এক বৎসর গত হইয়াছে। — অনুবাদক।

প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব ঘটিবে। সুতরাং এখন এই অধমের এহেন দাবী যথাযথ ও নির্ধারিত স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী নয় কি? রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উক্তি কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া সম্ভব!! আমি ইহা প্রমাণ করিয়াছি যে, তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় মসীহ মওউদ আবির্ভূত না হইয়া থাকেন তাহা হইলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কতিপয় উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয় এবং এলহামপ্রাপ্ত সহস্র সহস্র বুজুর্গ-আওলিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত হন। (নাউযুবিল্লাহ)।

(২) ইহাও চিন্তা করা উচিত যে উলামাবৃন্দকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে এই অধম ব্যতীত অন্য আর কে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হইবার দাবী করিয়াছেন এবং আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে আদিষ্ট হইয়া অন্য কে আসিয়াছেন? এবং মুলহাম (ঐশীবাণীপ্রাপ্ত) এবং মামুর (প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার দাবী আর কে করিয়াছেন? তখন তাহারা ইহাতে উত্তরে সম্পূর্ণ নিরুত্তর নিরব হইয়া থাকেন এবং ঐরূপ দাবী করিয়াছে বলিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে পেশ করিতে পারেন না।

(৩) এই অধমের সত্যতা নিরূপক তৃতীয় আলামত বা চিহ্ন এই যে, বহু অলিআল্লাহ এই অধমের বহুকাল পূর্বে এই অধমের আগমন সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছেন। এমন কি, নাম বাসস্থান ও বয়স সংক্রান্ত হাল-অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যেমন নিশানে আসমানী পুস্তকে আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। (অসমাপ্ত)

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৩৪০-৩৪৮)

"মসীহ মওউদ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন যাহাতে ধর্মের নামে তরবারী উত্তোলনের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেন এবং স্বীয় অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত করিয়া দেখান যে, ইসলাম এমনই এক ধর্ম যাহা স্বীয় বিস্তার লাভে তরবারীর সাহায্যের মোটেই খাপেক্ষী নয় বরং উহার শিক্ষার সৌন্দর্য, উহার সর্বজনীন সত্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যের জীবন্ত ও জ্বলন্ত নিদর্শনাবলী এবং উহার সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক আকর্ষণীয় শক্তি -- এমনই সব বিষয়, যেগুলি চিরকালই উহার অগ্রগতি ও প্রসারের কারণ হইয়াছে। সুতরাং যাহারা ইসলাম সম্বন্ধে উহা তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করিয়াছে বলিয়া আপত্তি করেন সেই সকল লোক অবহিত হউন যে, তাঁহারা ইহা মিথ্যা বাদী করেন। ইসলামের তালীম ও প্রভাব স্বীয় বিস্তার লাভের জন্য কোনই তলোয়ার বা বল প্রয়োগের মুখাপেক্ষী নয়। যদি কাহারও এবিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহা হইলে সে আমার নিকট আসিয়া দেখিয়া যাক যে ইসলাম স্বীয় জীবনের পরিচয় শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ ও ঐশী-নিদর্শনাবলীর দ্বারা প্রদান করে।......

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে জোরে-শোরে এই অপবাদ দেওয়া হয় যে উহাকে বল-প্রয়োগে বিস্তার দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় তাহারা কি দেখে না যে ইসলাম لا اكراه في الدين (ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার বল প্রয়োগ করা যাইবে না')-এর শিক্ষা দিয়াছে? এবং তাহারা কি জানে না যে, যে ধর্ম বিজয় লাভ করার পরও গির্জা বিধ্বস্ত না করার নির্দেশ দান করে, সে ধর্ম কি বল প্রয়োগ করিতে পারে!!"

(মালফুজাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭২)

অনুবাদ :—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

# জুমার খোৎবা

## সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ )

[ ২৫শে মার্চ ১৯৭৭ ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়া ]

**বর্ত্তমান দিনগুলিতে এই তিনটি দোওয়া জামাতের বন্ধুদের খাসভাবে করা উচিত :**

**(১) সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ইহজগতে এবং পরকালেও যেন কল্যাণের উপকরণ সৃষ্টি হয়।**

**(২) আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের দেশকে প্রত্যেক প্রকারের অনিষ্ট ও দুষ্কৃতি এবং অশান্তি হইতে রক্ষা করেন এবং ইহাকে মজবুতী ও সংহতি দান করেন।**

**(৩) জামাত আহমদীয়াকে খোদাতায়ালা যেন প্রত্যেক প্রকারের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করেন এবং ইহার কোনও সদস্য যেন দুষ্কৃতি ও অশান্তিমূলক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত না হয়।**

তাশাহুদ ও তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর ( আইঃ ) বলেন :

আজ পুনরায় ভোর হইতে ভীষণ শারীরিক দুর্বলতা বোধ হইতেছে। বন্ধুগণ দোওয়া করিবেন, আল্লাহ্তায়ালা যেন ফজল করেন এবং সুস্থ রাখেন।

কতক জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে হইবে বলিয়াই আমি এখন নামায পড়াইতে আসিয়াছি। সংক্ষেপে কয়েকটি কথা জামাতের সামনে করিব।

আমরা যে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ও তাঁহারই দিকে আরোপিত, আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন : "কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরেজাত লিন্নাস" ( সুরা আলে-ইমরান )

অর্থাৎ, মানবকুলের সকল মানুষের কল্যাণ ও হিতাকাঙ্খা এবং তাহাদের খেদমত ও সেবার জন্য তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। 'খাইর' শব্দ কুরআন করীমে কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা কুরআনেই পাই। কিন্তু সেই বিস্তারিত বিবরণের দিকে আমি এখন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি না। কেননা আমার শরীর ভাল নয়। আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি কথা বলিয়া দিতেছি। অভাবগ্রস্তের অভাব পূরণ করাকেও কুরআন করীমে 'খাইর' বলা হইয়াছে এবং নিজেদের আমলকে তকওয়ার ( খোদা-

ভীরুতার ) ভিত্তিতে স্থাপন করাকেও কুরআন করীম 'খাইর' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। মোটকথা, প্রত্যেক মুসলমানের যে সম্বন্ধ অন্যান্য মুসলমানের সহিত রহিয়াছে, তাহা স্বীয় অন্তরে আল্লাহতায়ালার খাশিয়াত ( প্রেমজড়িত ভীতি ) এবং তাঁহার আদেশাবলী পালনের মাধ্যমে কায়েম হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা আছে, যাহা বিস্তারিত ব্যাখ্যার সহিত এবং মূল নীতি হিসাবে, কুরআন করীম বর্ণনা করিয়াছে। যাহাহউক, মুসলিম উম্মতকে মানবমণ্ডলীর হিতৈষণা সার্বিক কল্যাণ ও খেদমতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ভালাই বা পরোপকার করার যে আমল, ইহা বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। নীতিগত ভাবে, খাইর ও ভালই করা সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর উপর প্রত্যেকেই তাহার সাধ্য ও তওফিক অনুযায়ী আমল করিতে পারে। সেই তৌফিক ও ক্ষমতার ফলশ্রুতিতে মানুষ কোন একজনকে বা একাধিক ব্যক্তিকে বা একটি সীমিত সমষ্টিকে ফায়দা পেঁাছাইতে পারে। কেননা, উহার চাইতে বেশী কিছু করার তওফিক বা সাধ্য কুলাইয়া উঠে না। যেমন, কাহারও মালে তাহার ভাইকে অংশীদার করার প্রশ্ন। এখন এক্ষেত্রে তাহার নিকট যতটুকু মাল থাকিবে, উহার মধ্যেই সে অন্যেকে অংশীদার করিতে পারিবে।

যখন হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা হইল, তখন আনসারের মধ্যে যাহার কাছে যতটুকু মাল ছিল উহাতে তিনি তাঁহার মুহাজির ভ্রাতাকে সমাধিকারের ভিত্তিতে শরীক করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন। কাহারও নিকট অল্প মাল ছিল, আর কাহারও নিকট বেশী—ইহা ঠিক, কিন্তু যতটুকুই যাহার কাছে ছিল তাহা পরস্পর অর্ধাধিভাবে বণ্টন করিয়া লইতে তাঁহারা মুহাজিরদিগকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু গ্রহীতাগণ বলিলেন যে, আপনাদের মাল লইবার আমাদের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত সামান্য সামান্য অর্থ কর্জস্বরূপ গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, খোদাতায়ালা আমাদিগকে স্বাস্থ্য দিয়াছেন, শক্তি দিয়াছেন, হিম্মত দিয়াছেন, তারপর ইহাও যে, এই শিক্ষা দান করিয়াছেন যে اليد العليا خير من اليد السفلى । —দাতার হাত গ্রহীতার হস্ত হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা নীচু মানকে কেন গ্রহণ করিব ? আমরা পরিশ্রম করিয়া নিজেরাও খাইব এবং আমাদের ভাইদিগকেও সাহায্য করার চেষ্টা করিব। মোট কথা, এ বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইতিহাসের এই ঘটনাবলী বড়ই ঈমান-উদ্দীপক যাহা হযরত নবী করীম ( সাঃ আঃ )-এর মাদানী জীবনকালে সংঘটিত হইয়াছিল।

আমি ইহা বলিতেছি যে, মালের মধ্যে শরীক আপন অভাবগ্রস্থ ভ্রাতার জন্য ভালাই ও কল্যাণের উপকরণ সৃষ্টি করা—ইহাও 'খাইর'-এর একটি অংশ, কিন্তু সীমিত আকারেই। দুনিয়ার যে মাল বা শক্তি, ক্ষমতা ও সময়—এ সবই সীমিত। কিন্তু খোদাতায়ালার শক্তি অসীম ও অনন্ত। তিনি অসাধারণ অনন্ত শক্তির অধিকারী। সেইজন্য তাঁহার কল্যাণ করণ শক্তি বা কার্য উহার ব্যাপকতা ও উপকারিতার দিক দিয়া সব চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং অপরিসীম অন্য কথায়, প্রত্যেক ভালাই ও কল্যাণ খোদাতায়ালার নিকট চাওয়ার ও দোওয়ার সহিতই সম্পর্ক

মানুষ দোয়ার মাধ্যমে কল্যাণের উপকরণ উদ্ভাবন করে, তাহার সমাজে তাহার সেই জীবনে যাহা সে এই জগতে অতিবাহিত করিতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা যদি চাহেন, তবে দোওয়ার প্রভাব সমগ্র দুনিয়ার মানুষের উপর বিস্তার করিতে পারে। আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ইহা সহজ ব্যাপার। তাঁহার সম্মুখে তো কোন কিছুই অসম্ভব নয়। সুতরাং যদি দোওয়া কবুল হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত জগতের ভালাই ও কল্যাণের উপকরণ ও ব্যবস্থা হইয়া যায়। এজন্য আজ আমি পুনরায় তাহিদের সহিত জামাতকে দোওয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইতে চাই।

বন্ধুগণ দোওয়া করুন, যেন সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য কল্যাণের উপকরণ সৃষ্টি হয়। এরূপ কল্যাণের জন্য মঙ্গলজনক হয় এবং মরণের উপকরণ যেন সৃষ্টি হয় যাহা ইহজগতেও তাহাদের পরও যেন তাহাদের জন্য কল্যাণের কারণ হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার তৌহীদকে যেন মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ আঃ)-এর মা'রেফত ও পরিচয় লাভে সক্ষম হয়।

অতঃপর বন্ধুগণ দোওয়া করুন নিজেদের দেশের জন্য, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন প্রত্যেক প্রকারের অহিত ও অশান্তি হইতে ইহাকে রক্ষা করেন এবং ইহার সংহতির ও মজবুতির সামান পয়দা করেন।

তারপর, তৃতীয় পর্যায়ে বন্ধুগণ এই দোওয়া করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন জামাত আহ্‌মদীয়াকে প্রত্যেক অপকার ও অনিষ্ট হইতে সুরক্ষিত রাখেন। এবং জামাতের কোন এক ব্যক্তি দ্বারাও যেন এই ভুল সংঘটিত না হয় যে, সে কোন প্রকারের অহিত সাধন ও অশান্তির কাজে লিপ্ত হয়, এবং সে ইহা বিস্মৃত হয় যে, খোদাতায়ালা তাহাকে বলিয়াছেন যে 'তোমাকে আমি মানব মণ্ডলীর কল্যাণ ও হিত সাধনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদিগকে দুঃখ ও ক্লেশ দানের জন্য, বা তাহাদিগকে উত্যক্ত করা বা কষ্ট ও বিপদে ফেলার জন্য সৃষ্টি করি নাই।'

সুতরাং এই তিনটি দোওয়া খাসভাবে করিবার জন্য আমি এখন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমি বলিয়াছি যে, আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়, আমি দুর্বলতা বোধ করিতেছি, সেই জন্য এ পর্যায়েই এখন আমি আমার সংক্ষিপ্ত খোৎবা শেষ করিলাম।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ইহার উপর আমল করিবার তওফিক দান করুন।

(আল-ফজল)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

---

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মিমাংসা ইহাই॥

[ উর্দু দুররে সমীন ]

**—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)**

# জুমার খোৎবা

## সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ )

[ ১১ই তবুক / সেপ্টেম্বর ১৩৬০ হিঃ শাঃ / ১৯৮১ ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত ]

**মুহম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) যাহা পছন্দ করেন নাই এরূপ প্রতিটি জিনিষই নিজেদের জীবন হইতে বাহিরে নিক্ষেপ কর।**

**আমাদের আকিদা বা বিশ্বাস এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ) হইলেন 'আল-রসুল', 'আল-নবী' এবং 'আল-উম্মী'।**

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ ) করাচীতে প্রায় তিন সপ্তাহকালীন সফর হইতে রাবওয়ায় ফিরিয়া আসার পর জুমার নামাজের খোৎবায় জামাতে আহ্‌মদীয়ার আকায়েদের উপর আলোকপাত করিতে গিয়া হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনন্য সাধারণ মাহাত্মপূর্ণ মর্যাদার উপর অতি প্রাঞ্জলরূপে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

তাশাহুদ, তায়াওউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস ( আইঃ ) বলেন : দুই সপ্তাহ পূর্বে অর্থাৎ করাচী সফরে থাকা কালে আমার মনে ইহার উদ্রেক হইল যে, আমাদের জামাতের বুনিয়াদী আকায়েদের উপরও আলোচনা হওয়া দরকার যাহাতে জামাতে নুতন যোগদানকারীগণ এবং নুতন জেনারেশনে জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে উপনীত কিশোর ও তরুনরা সেগুলি সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে এবং যাহাতে সহি ও সুষ্ঠু আকায়েদে বেদাতের অনুপ্রবেশ ঘটিতে না পারে।

হুজুর বলেন, ইতিপূর্বে করাচীতে প্রদত্ত খোৎবাগুলিতে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী ( যাত ও সিফাত ) এবং পবিত্র কুরআনের মাহাত্মাবলী সম্পর্কে জামাত আহমদীয়ার আকীদার উপর বিশদ আলোকপাত করিয়াছেন। তাহার বিগত খোৎবাসমূহের সংক্ষিপ্তসার ব্যক্ত করিতে গিয়া হুজুর বলেন যে বিগত খোৎবায় আল্লাহ্‌তায়ালার যাত বা সত্তা সম্বন্ধে কিছুটা বর্ণনা করা হইয়াছিল। উহার সার সংক্ষেপ একটি বাক্যে এইভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আপন সত্তায় ও গুণাবলীতে অনন্য ও অদ্বিতীয় ; সকল প্রকার দুর্বলতা হইতে পবিত্র এবং সকল উত্তম ও পূর্ণতম গুণাবলীতে গুণান্বিত।

কুরআন করীম সম্পর্কে হুজুর আমাদের আকীদা ২৬টি তত্বের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। হুজুর বলেন, কুরআন করীম এরূপ একটি কিতাব ( ঐশীগ্রন্থ ) যাহা কিয়ামতকাল পর্যন্ত সকল মানবীয় প্রয়োজন পুরণ করিতে সক্ষম। উহার ব্যাপক পরিধির মধ্যে প্রতিটি জরুরী

বিষয়কে বেষ্টিত করিয়া আছে। উহার বাহিরে কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী নয়। খোদাতায়ালার সন্তোষ লাভের জন্য জরুরী এমন কোন জিনিস কুরআন করীমের বাহিরে থাকিয়া যায় নাই। প্রকৃত বিবেক-বুদ্ধিকে স্বস্তি ও তৃপ্তিদায়ক হেকমত ও জ্ঞানের ভাণ্ডার কিয়ামতকাল পর্যন্ত পঠিতব্য পুস্তক, কেননা সর্বকালের সকল মানুষের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য উহার প্রয়োজন পড়িতে থাকিবে। সুসংবাদ সমূহে ভরপুর। অসীম উন্নতির দিক-নির্দেশক। প্রতিটি জরুরী শিক্ষা প্রত্যেক স্তরের প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভঙ্গী ও পদ্ধতিতে বর্ণনাকারী পন্থা। জাহের ও বাতেনের সকল আঁধার নিরসনকারী আলো। বিশদ বর্ণনাকারী কিতাব। 'সেরাতে মুস্তাকীমে' চলার জন্য হেদায়ত স্বরূপ। আল্লাহ্‌র রেজামন্দি অর্জনের উপায় স্বরূপ। সর্বৈবঃ নেয়ামত। মানব অন্তঃকরণের সকল ব্যাধি নিরাময়কারী। চিন্তা-চেতনাগত কোন বক্রতার লেশমাত্র উহাতে নাই। মানুষকে ব্যর্থতা বা বিফলতায় উপনীত করে না। অনন্ত ও অপরিসীম রুহানী উন্নতির উচ্চমার্গ সমূহের পথ নির্দেশনাকারী। সাধ্য-সামর্থের উর্ধে অতিরিক্ত বোঝা চাপায় না। সহজ ও সরল শিক্ষা প্রদানকারী। সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়ত। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার তওফিক ও ক্ষমতাদানকারী। মানুষ যেন দ্বীনি ও দুনিয়াবী কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জন করিতে পারে সেজন্য উহা নাজেল হইয়াছে। কেতাবে 'মকনুন' তথা সংরক্ষিত কিতাব। প্রবৃত্তির বাসনা-কামনার অনুসরণ করায় না, বরং প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও বাসনা-কামনার আগুনকে নির্বাপন করে। সেজন্য ইহা 'যিকর' ( সম্মান ও মর্যাদা লাভের কারণ )।

হুজুর বলেন, উক্ত সংক্ষিপ্ত সার এজন্য বর্ণনা করিলাম যাহাতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা রক্ষায় বন্ধুদের সহায়ক হয়।

অতঃপর হুজুর ( আইঃ ) আজকে খুৎবায় জামাতে আহমদীয়ার তৃতীয় মৌলিক আকীদার কথা উল্লেখ করিয়া হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে জামাতে আহমদীয়ার ধর্ম বিশ্বাসের উপর বিশদ আলোকপাত করেন। হুজুর বলেন আমরা এই আকীদা পোষন করি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইলেন 'আল-রসুল' 'আল-নবী : এবং 'আল-উম্মি'। 'আল-রসুল' এই অর্থে যে তাহার উপর যে ওহি নাযিল হইয়াছে উহার তিনি পূর্ণ প্রচার ( তব্লীগ ) করেন এবং এই বাণী আগে পৌছাইয়া দেন তাঁহার পবিত্র উক্তি সমূহের দ্বারাও কোরআন করীমের তফসীর ব্যক্ত করেন এবং তাঁহার কার্যের দ্বারাও ইসলামের উপর পূর্ণ আমল করিয়া দেখান। হুজুর বলেন, এমন কোন রসুল জগতে আসেন নাই যাঁহার উপর এত মহান গুরুদায়িত্ব ভার ন্যাস্ত করা হইয়াছে, তারপর তিনি মহা মর্যাদার সহিত উহা বিস্তার দানে এত মহান সফলতা অর্জন করিয়াছেন। সেই জন্যই রসুলে করীম সাল্লল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুধু 'রসুল' নন বরং তিনি হইলেন 'আল-রসুল' বিশিষ্ট পূর্ণতম রসুল হুজুর বলেন, তিনি ( সাঃ ) 'আল-নবী' এই অর্থে যে তিনি হইলেন

কামেল ওহির বাহক এবং ওহির যে সকল কালাম তাঁহার উপর নাযিল হইয়াছে সেইগুলি মৌলিকভাবে পূর্ণত্বের মার্গে উপনীত। হুজুর তৃতীয় তত্ব ইহা বর্ণনা করেন যে তিনি ( সাঃ ) হইলেন 'আল-উম্মি' এই অর্থে, তাঁহার মন-মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তিনি যাহাই বলিয়াছেন তাহা খোদাতায়ালার বলানোতেই বলিয়াছেন অন্যথা তিনি নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন, যেহেতু তিনি খোদাতায়ালার বলানোতে বলিয়াছেন সেই জন্য খোদাতায়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা তাহার মুখ দিয়া কখনও নিঃসৃত হইতে পারে না। তিনি হইলেন 'উম্মি' এবং 'উম্মি' হওয়াতে গর্ববোধ করেন। এই 'আল-রসুল' 'আল-নবী'—'আল-উম্মি পূর্ণ ও পরিণত ঈমানের অধিকারী, সেই জন্য তাঁহর উপর ঈমান আনার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। দুনিয়ার অন্য কোন রসুল হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর তুল্য হইতে পারেন না। কেননা অন্যান্য সব নবী বহুবিধ সীমা রেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন—স্থান-কাল-পাত্র এবং জ্ঞানের সীমা সমূহ ছিল। কিন্তু মোহাম্মদ ( সাঃ ) হইলেন সেই প্রথম রসুল যিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য আসিয়াছিলেন। এই মহান মর্যাদাপূর্ণ নবী ( সাঃ ) সম্বন্ধে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন যে, ফেরেস্তারাও তাঁহার জন্য রহমত প্রার্থনা করেন সুতরাং তোমরাও তাঁহার জন্য রহমত এবং সালামতি প্রার্থনা কর। হুজুর ( আইঃ ) নবী আকরাম ( সাঃ )-এর একটি অতি মহান মর্যাদা ইহাও বর্ণনা করেন যে তিনি হইলেন কেয়ামতকাল পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য 'উসওয়া-এ-হাসানা' অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম আদর্শিক দৃষ্টান্ত। কোরআন করীম বলিয়াছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরোকালের মিলনের আশা রাখে তাহার জন্য আল্লাহ্র এই রসুলের মধ্যে সর্বোত্তম নমুনা রহিয়াছে।" তাহার পায়রবি করা উচিত, উহা এরূপ একটি নমুনা যে প্রত্যেক প্রকৃতি যোগ্যতা ও ক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তি উহা হইতে নিজের জন্য পথ নির্দেশনা লাভ করিতে পারে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল উচ্চ স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য তাহার অঙ্গুলি ধরিয়া নবী করীম ( সাঃ ) তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

হুজুর ( আইঃ ) জামাত আহমদীয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আকীদা ইহা বর্ণনা করেন যে আমরা এই আকীদা রাখি যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্তালার প্রেম অর্জন করিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মুহাম্মদ ( সাঃ ) এর প্রেম লাভ করে। কোন ব্যক্তি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রুহানী উন্নতি ও মুহাম্মদ ( সাঃ )-এর পায়রবি ব্যতীত লাভ করিতে পারে না।

নবী আকরাম ( সাঃ )-কে উস্ওয়া বা দৃষ্টান্ত হিসাবে কেন নির্ধারণ করা হইল? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া হুজুর বলেন, কোরানে করীম ইহার এই বিশদরূপে ইহার এই উত্তর দিয়াছে যে নবী আকরাম ( সাঃ ) আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে নাযিলকৃত ওহির পূর্ণ আমলকারী ছিলেন। তিনি "আওয়ালিল মুসলেমিন" এবং "আওয়ালুল মোমেনীন" ছিলেন, যেসকল আদেশ-নিশেধ মুলক আহকাম তাহাকে দান করা হইয়াছিল সেইগুলি তিনি পূর্ণরূপে খুলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই শুভ সংবাদ দিয়াছেন যে “হে আল-নবী আল-রসুল, আল-উম্মি!” খোদা ব্যতীত তোমার কোন জিনিষের প্রয়োজন নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার জন্য সেই মুমেনদিগকে যথেষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন যাহারা তোমাকে উৎকৃষ্টতম আদর্শ হিসাবে অনুধাবন করিয়া তোমার অনুসরণ করিয়া থাকে। হুজুর বলেন, আহমদীদের ঐরূপ মুমেন হওয়া উচিত যাহাদের উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে। তাহারা হইল সেই সকল মোমেন, যাঁহারা নবী আকরাম ( সাঃ ) এর পূর্ণ অনুসারী হইয়াছেন এবং যাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে তাঁহার অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন করিয়াছেন। হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আঁ-হযরত ( সাঃ ) কে বলিয়াছেন যে এই সকল মোমেন তোমার জন্য যথেষ্ট। ইহারা যখন তিন জন ছিলেন তখন সেই তিন জন যথেষ্ট ছিলেন, চতুর্থ জনের প্রয়োজন ছিল না। এই মোমেনগণ যখন একশত ছিলেন তখন একশত জন যথেষ্ট ছিলেন, একশত একজনের প্রয়োজন ছিল না।

হুজুর বলেন আমি অনেক কিছু পাঠ করিয়া সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে প্রকৃত লোক এই মোমেনগণই ছিলেন যাহারা মুসলমানদের শক্তি এবং প্রেরণার উৎস ছিলেন। ইহারাই ছিলেন সেই সকল লোক যাহাদের দরুন বাকী সব মুসলমানও দৃঢ়পদ থাকিতেন।

হুজুর জামাতের বন্ধুদিগকে আহ্বান করেন যে তাহারা সেইরূপ মোমেন হন, যাহারা হযরত মোহাম্মদ ( সাঃ )-এর উৎকৃষ্ট আদর্শের উপর পূর্ণরূপে স্থাপিত। হুজুর নসিহত করেন যে আমাদের প্রিয় প্রভু মোহাম্মদ ( সাঃ ) যাহা পছন্দ করেন নাই এইরূপ প্রতিটি জিনিস নিজেদের জীবন হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করুন। খোদা করুন যেন এমনিই হয়।

( সাপ্তাহিক 'বদর ; ১লা অক্টোবর, ৮১ )

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

---

## হযরত মুহাম্মদ (সাঃ-এর জীবনী

( ১৫ নং পৃষ্ঠার পর )

হইয়া গিয়াছে এবং তিনি বলিতেছেন যে, আসমান হইতে ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলেন।” হযরত আবু বকর ( রাঃ ) সরাসরি হযরত রসুলে করীম ( সাঃ ) এর গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং দরজায় করাঘাত করিলেন। দরজা খুলিলে তিনি প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাহিলেন। হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ ) তাঁহার বন্ধুকে পদস্খলন হইতে রক্ষা করিবার জন্য কিছু ব্যাখ্যা দিতে চাহিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর ( রাঃ ) তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন এবং বলিলেন, “আমাকে শুধু এই প্রশ্নের উত্তর দিন যে, আপনি কি এই ঘোষণা করিয়াছেন যে, খোদাতায়ালার ফেরেশতা আপনার নিকট আসে এবং আপনার সঙ্গে কথা বলেন।” হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ ) পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে চাহিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর ( রাঃ ) তাঁহাকে কসম দিয়া বলিলেন, কেবল মাত্র আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন। আর কিছুই বলিবেন না।’ অগত্যা হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ ) হাঁ-সূচক উত্তর দিলেন। হযরত আবু বকর ( রাঃ ) বলিলেন, “আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আপনার উপর ঈমান আনিলাম।” তিনি আরও বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল আপনি তো ব্যাখা প্রদান করিয়া আমার ঈমানকে দুর্বল করিয়া দিতেছিলেন। যে আপনার জীবনকে দেখিয়াছে আপনার সত্যতা যাচাই করিবার জন্য তাহার অন্য কোন দলিলের প্রয়োজন আছে কি? ( ক্রমশঃ )

**মূল – হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ**
**অনুবাদ— অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

# হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

( পূর্ব প্রকাশিতের পর – ৫ )

## হেরা গুহায় আল্লাহতায়ালার এবাদত

হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ )-এর বয়স যখন ত্রিশ বৎসরের বেশী হইল তখন তাঁহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত করিবার আগ্রহ পূর্বাপেক্ষা প্রবল হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি শহরবাসীগণের দুষ্টামি, কুকর্ম ও কদাচারে মর্মাহত ও বিষন্ন হইয়া মক্কা হইতে দুই-তিন মাইল দূরে একটি পাহাড়ের চূড়ায় প্রস্তর দ্বারা বেষ্টিত এক ছোট গুহায় আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত করিতে লাগিলেন। হযরত খাদিজা ( রাঃ ) তাঁহার জন্য কয়েকদিনের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তিনি উহা লইয়া হেরা গুহায় চলিয়া যাইতেন এবং ঐ দুই-তিন প্রস্তর দ্বারা বেষ্টিত গুহার ভিতর বসিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদতে দিনরাত্র মগ্ন থাকিতেন।

## কুরআন শরীফের প্রথম ওহি

হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ )-এর বয়স যখন চল্লিশ বৎসর হইল তখন তিনি একদিন ঐ গুহায় কাশফের একটি দৃশ্য দেখিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক বলিতেছে, 'পড়ুন'। তিনি বলিলেন, "আমি তো পড়িতে জানি না।" অতঃপর ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলিলেন এবং অবশেষে তিনি পাঁচটি বাক্য তাঁহাকে দিয়া উচ্চারণ করাইলেন :

ا قرا با سم ر بك ا لذ ى خلق o خلق ا لا نسا ن من علق o
ا قرا و ر بك ا لا كرم o أ لذ ى علم با لقلم o
علم ا لا نسا ن ما لم يعلم o

এইগুলি কুরআন শরীফের প্রথম ওহি যাহা হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ )-এর উপর নাযেল হইয়াছিল। এইগুলির মর্ম কথা এই যে, "তোমার রব্বের নামে পড় যিনি তোমাকে ও সমগ্র সৃষ্টিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার বার্তা সমস্ত দুনিয়াকে শুনাইয়া দাও। ঐ খোদা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের অন্তঃকরণে খোদাতায়ালা ও তাঁহার সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার বীজ পাওয়া যায়। হাঁ, সমগ্র দুনিয়াকে এই পয়গাম শুনাইয়া দাও যে তোমার রব্ব যিনি সবচেয়ে বেশী সম্মানিত তিনি তোমার সঙ্গেই থাকিবেন। ঐ খোদা যিনি দুনিয়াকে জ্ঞান দান করিবার জন্য কলম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানুষকে উহা শিক্ষা দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে যাহা মানুষ পূর্বে জানিত না।" এই কতিপয় বাক্য কুরআন শরীফের ঐ সব শিক্ষার চাবি-কাঠি স্বরূপ যাহা হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ )-এর উপর নাযেল হইবার ছিল। দুনিয়াকে সংশোধন করিবার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহার ব্যাখ্যা কুরআন শরীফের যথাস্থানে করা হইবে। এই স্থানে এই আয়াতগুলির উল্লেখ এইজন্য করা

হইয়াছে যে, এইগুলি হযরত মুহাম্মদ ( সা: ) এর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং কোরআন শরীফের ক্ষেত্রে এই আয়াতগুলি ভিত্তি-প্রস্তর স্বরূপ।

যখন হযরত মুহাম্মদ ( সা: )-এর উপর এই আয়াতগুলি নাজেল হইল তখন তাঁহার এই আশঙ্কা হইল যে, তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার এই গুরু দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হইবেন কিনা। এই অবস্থায় অন্য কেহ হইলে গর্ব ও অহংকারে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া যাইত যে, সর্ব শক্তিমান খোদাতায়ালা তাঁহার উপর এক দায়িত্ব অর্পন করিয়াছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা:) কাজ করিতে জানিতেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন অহংকার বা আত্মগরিমা ছিল না। এই ওহী নাজিল হওয়ার পর তিনি হযরত খাদিজা ( রা: )-এর নিকট গেলেন। তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং হতাশার চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। হযরত খাদিজা ( রা: ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি হইয়াছে?' তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার ন্যায় দুর্বল ব্যক্তি কিভাবে দায়িত্ব পালন করিবে? হযরত খাদিজা ( রা: ) বলিলেন :

"আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার উপর এই কথাগুলি এই জন্য নাজেল করেন নাই যে, আপনি অকৃতকার্য ও বিফলমনোরথ হন এবং আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। খোদা-তায়ালা কখনও ইহা করিতে পারেন কি? আপনি তো ঐ রকম ব্যক্তি যিনি আত্মীয় স্বজনদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করেন এবং নিঃস্ব ও অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্য করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত আচার-ব্যবহার যাহা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল তাহা আপনার মাধ্যমে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আপনি অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদের সময় মানুষকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই রকম ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তায়ালা কি পরীক্ষার মধ্যে ফেলিতে পারেন?

অতঃপর হযরত খাদিজা ( রাঃ ) হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ ) কে তাঁহার চাচাতো ভাই ওয়ারকা বিন-নুফায়েলের নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার ঐ ভাই খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা শ্রবণ করা মাত্র তিনি স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আপনার উপর ঐ ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়াছে যিনি হযরত মুসা ( আঃ )-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" সম্ভবতঃ তিনি বাইবেলের ২য় পুস্তকের ১৮নং আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। যখন ঐ সংবাদ জায়েদ ও আলীর নিকট গেল, তাঁহারা উভয়েই তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর ঈমান আনিলেন। জায়েদ ( রাঃ ) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ ( সাঃ ) এর মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাস এবং ঐ সময় তাঁহার বয়স পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ছিল। আলী ( রাঃ ) তাঁহার চাচাতো ভাই ছিলেন এবং ঐ সময় তাঁহার বয়স মাত্র এগার বৎসর ছিল।

## হযরত রসুলে করিম (সাঃ) এর উপর
## হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ঈমান আনয়ন

হযরত রসুলে করীম ( সাঃ ) ঐ সময় শহরের বাহিরে ছিলেন। শহরের ভিতর প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল, "আপনার বন্ধু পাগল

( বাকী অংশ ১৩ নং পাতায় দেখুন )

# সংবাদ

## ঢাকা বিভাগীয় মজলিশে আনসারুল্লাহর সাফল্যজনক ইজতেমা

আল্লাহ্‌তায়ালার অপার অনুগ্রহে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকা বিভাগীয় মজলিশে আনসারুল্লাহর ইজতেমা খুবই সফলতার সহিত বিগত ৪ঠা অক্টোবর রবিবার দিন ঢাকা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ তাহাজ্জুদ দ্বারা প্রোগ্রাম শুরু হয় এবং বাদ মাগরিব মোহতারম আমীর সাহেবের বহু মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণের পর দোওয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে মোহতারম আমীর সাহেব ও নায়েব সদর, বাংলাদেশ মজলি শেআনসারুল্লাহ ইজতেমার গুরুত্ব, উপস্থিতি ও বিভিন্ন প্রোগ্রাম হইতে পুরাপুরি ফায়দা হাসিল করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। সমাপ্তি ভাষণে আনসারদিগকে শরীরের মধ্যে মাথায় যে স্থান উহার সহিত তুলনা করিয়া বলেন যদি মাথা ঠিক থাকে তাহলে সারা শরীরও ঠিক থাকে, আর যদি মাথা ঠিক না থাকে সারা শরীরের উপর উহার প্রভাব পতিত হয়। সেই জন্য আনসারদিগকে প্রয়োজনীয় ইসলাহ করার দায়িত্বাবলী সঠিক ভাবে পালন করিতে উপদেশ দেন যাহাতে জামাতের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হয় এবং ইসলাম ও আহমদীয়তের উন্নতিতে তাহারা যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। তিনি উপস্থিত সকলকে ইজতেমার বিভিন্ন বক্তৃতায় যে সমস্ত মূল্যবান উপদেশ দেওয়া হয় উহা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানান।

ইজতেমায় মোট তিনটি অধিবেশনে দরসে কোরআন, হাদীস ও মালুফুজাত, হযরত মসীহ মাওউদ ( আঃ ) ছাড়াও জামাতের ওলামা ও বুজুর্গান, তাহাদের নামের পার্শ্বে নিম্নে বর্ণিত বিষয় সমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন :

| | |
|---|---|
| ১। মৌলভী আনোয়ার আলী সাহেব | আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য। |
| ২। ,, মুস্তফা আলী সাহেব, | মধ্যপ্রাচ্যে তবলীগে ইসলাম। |
| ৩। ,, সালাউদ্দিন খন্দকার সাহেব. | ইকামতে সালাত,। |
| ৪। ,, আব্দুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী | গীবত, বদজন্নি, বাগাওয়াত। |
| ৫। জনাব শহীদুর রহমান, | নেজাম ও ইতায়াত। |
| ৬। ,, মকবুল আহমদ খান, | শানে রসুলে আরবী ( সাঃ ) |
| ৭। মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী | বারাকাতে খেলাফত। |
| ৮। মৌঃ আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব, | কোরআনের ফজিলত ও সৌন্দর্য্য। |
| ৯। ,, আলহাজ্ব ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌঃ সাহেব | জিকরে হাবীব। |
| ১০। ,, ওবায়দুর রহমান সাহেব, | ইসলাহের পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা। |

ইহা ছাড়া মজলিশে আনসারুল্লাহর শুরা অনুষ্ঠিত হয় যাহাতে বিভিন্ন মজলিসের কার্য্য বিবরনীর রিপোর্ট পেশ ও আলোচনা হয় এবং মজলিশ তথা জামাত সমূহ এর মধ্যে কি করিয়া বেদারি সৃষ্টি করা যায় সেই বিষয়ের উপর গুরুত্ব ও মূল্যবান আলোচনা করা হয়।

মোট তের ১৩ ) টি জামাত হইতে সর্বমোট ১২৫ ( একশত পঁচিশ ) জন আনসার ও খোদ্দাম ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। কয়েকজন জেরে তবলীগি বন্ধুও ইহাতে শরীক হন। ইজতেমায় অংশ গ্রহণকারী ভ্রাতাদিগকে সকালের নাস্তা, দুপুরের সুস্বাদু খাদ্য ও বৈকালিক চা নাস্তার দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। আনসার সাহেবানও মূল্যবান কুরবাণী এবং অস্থায়ী খোদ্দামগণও যথেষ্ট মেহনত ও আন্তরীকতার সহিত ইজতেমার অর্পিত দায়িত্বাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন এবং ইহাকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও কামিয়াবীর জন্য সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের সকলকে জাজায়ে খায়ের দান করুন।

প্রসংগক্রমে এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, ইজতেমা শুরু হওয়ার পূর্বেই কেন্দ্রিয় মজলিসে আনসারুল্লাহর সদর হযরত মিয়া তাহাহের আহমদ সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত টেলিগ্রাম যাহাতে তিনি ইজতেমায় অনুমোদন ও কামিয়াবির জন্য দোয়া করিয়াছেন উহা পাঠ করিয়া শুনান হয়। ইজতেমা শুরু হওয়ার পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস ( আইঃ ) এর নির্দেশ অনুযায়ী বিশ্ব মানবতাকে মহা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার জন্য দোওয়া ও ১ ( এক ) টি খাসী সদকা করা হয়।

—**শফীকুর রহমান**
( নায়েব নাজেমে আলা )

---

# হাদীস শরীফ

( ৪-এর পাতার পর )

**৫৫৪। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "কিয়ামত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে এই ঘটনাও প্রকাশিত হইবে যে, ফুরাত ( টাইগ্রীস ) নদী হইতে এক স্বর্ণ পর্বত ( সম্ভবত: Black gold কৃষ্ণ স্বর্ণ তথা তৈল, দেখা দিবে। উহা প্রাপ্তির জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ হইবে। পক্ষান্তরে শতকরা নব্বই জন নিহত হইবে। উহাদের প্রত্যেকে বলিবে : "হয়ত আমি বাঁচিব।" অন্য এক বিবৃতি, তথা রিওয়াইতে হুজুর আলাইহিস সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : শীঘ্রই ফুরাত হইতে স্বর্ণ খনি দেখা দিবে। কিন্তু যে সেখানে যাইবে এই স্বর্ণ হইতে কিছু নেওয়া তাহার উচিত হইবে না বা উহা দ্বারা লাভবান হওয়া তথাকার অধিবাসীগণের ভাগ্যে যুটিবে না।" ( 'মুসলিম ; 'কিতাবুল-ফেতান 'বাবু লা-তাকুমুস্ সায়াতু হাত্তা ইয়াহসেরাল ফুরাতু আন্ জাবালিম মিন্ যাহাব ; ২:৩.২ পৃ: )**

**[ 'হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]**

**—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

# বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া

## জরুরী বিজ্ঞপ্তী

সকল বিভাগীয়, জেলা ও স্থানীয় কায়েদ সাহেবগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, মোহতারম জনাব আমীর সাহেব এবং মোহতারম জনাব সদর সাহেবের অনুমোদন ক্রমে আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯শে নভেম্বর, ১৯৮১ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০ম বার্ষিক ইজতেমা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে—ইনশাল্লাহ্। এলাহী সিলসিলার এই মহতী ইজতেমায় বেশী বেশী খোদ্দাম ও আতফাল যাহাতে যোগদান করেন সেইজন্য কায়েদ সাহেবগণ চেষ্টা করিবেন।

ইতিপূর্বে কায়েদের নির্বাচন সংক্রান্ত একটি সার্কুলার পাঠানো হইয়াছে সেই মোতাবেক যেন ইজতেমার পূর্বেই সকল মজলিশে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। গত বছর যে সব নির্বাচন হইয়াছিল সেইগুলিতেও পুনরায় নির্বাচন করিতে হইবে—মোট কথা, নতুনভাবে এবার সংগুলি মজলিশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

ইজতেমার চাঁদা, ডোনেশান, মজলিশের চাঁদা ইত্যাদি সত্তর আদায় করিয়া শীঘ্রই পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। সেই সাথে ইজতেমায় আসিবার সময় কায়েদ সাহেবগণকে নতুন বছরের বাজেট তৈরী করিয়া আনিতে বলা হইতেছে। ইজতেমায় আসিবার সময় প্রত্যেক খোদ্দাম ও আতফাল স্ব স্ব বিছনাপত্র, খাওয়ার প্লেট, পানির গ্লাশ, কাগজ কলম সাথে নিয়া আসিবে। বার্ষিক রিপোর্ট ও নিয়া আসিবে।

ইজতেমার পূর্ণ কামিয়াবী ও ইহার বাবরকত হওয়ার জন্য সকলকে দোয়া জারী রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

**—মোঃ আবদুল জলিল**
মোতামাদ
বাংলাদেশ মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া

## কৃতি ছাত্র

জনাব এস, এম, নিজাম ( খোকন ) ১৯৮১ সনে অনুষ্ঠিত যশোহর বোর্ড হইতে এস, এস, সি, পরীক্ষায় রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যায় দুইটি লেটার সহ পথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে নাটাই ( সিকদারবাড়ী ) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের মোঃ শহিদুল্লাহ সিকদার সাহেবের প্রথম পুত্র। বর্তমানে সে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

তাহার রূহানী ও জাগতিক উন্নতির জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

### আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

## হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

# বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

# আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস স্বলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস স্বলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

---

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635